الْأَرْبَعُوْنَ الْقُرْآنِيَّةُ

কুরআন বিষয়ক চল্লিশ হাদীস

সংকলন:
আহমাদ ইবনু আব্দির রাযযাক ইবনু মুহাম্মাদ আলি ইব্রাহীম আল-আনকারী
উপস্থাপনায়:
স্বনামধন্য মুহাদ্দিস শাইখ সালেহ ইবনু সা'দ আল-লাহাইদান
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আল-সা'দ
অনুবাদ:
শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু হাকীম আব্দুল আযীয আল-মাদানী

প্রকাশনায়:
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام ، الرياض
আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস
পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯
আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

بسم الله الرحمن الرحيم

উলামায়ে কিরামের মতামত

বিচার বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা স্বনামধন্য মুহাদ্দিস শাইখ সালেহ ইবনু সা'দ আল-লাহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) এর প্রাক কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর কিতাবকে ফায়সালাকারী, পথপ্রদর্শক, সত্যনিষ্ঠ বিচারক ও সঠিক পথরূপে নাযিল করেছেন। তিনি সেটিকে তাঁর সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর নাযিল করেছেন। যেন তিনি এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

আমার স্নেহভাজন শাইখ আহমাদ ইবনু আব্দির রাযযাক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ আলি ইব্রাহীম আল-আনকারী তাঁর লেখা কুরআন বিষয়ক চল্লিশ হাদীস নামক বইটি আমার নিকট উপস্থাপন করেছে। যাতে কুরআনের ফযীলত এবং নিষ্ঠা ও নিয়তের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে এর প্রতি ইলম ও আমলের যে দায়িত্ব সেটিরই আলোচনা হয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কেউ এ কিতাবটি নিয়ে চিন্তা করলে সে এটিকে নিজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবেই পাবে। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন একজন মুসলিমের জন্য কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে নিজের ধর্ম ও দুনিয়া সম্পর্কীয় সঠিক বিধানাবলী জানা আবশ্যক।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা দশটি আয়াত শেষ করে সামনে অগ্রসর হতাম না যতক্ষণ না এগুলোর মধ্যকার পরিপূর্ণ ইলম ও আমল অর্জন করতাম।

আর এ কথা নিশ্চিত যে, কুরআন ও সুন্নাহ এমন উলামায়ে কিরাম থেকে শিখতে হয় যাঁরা সমভাবে জ্ঞান, মুখস্থ বিদ্যা, বুঝ এবং দীন ও দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে কথায় ও কাজে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক মর্মবাণী ভালোভাবে আয়ত্ব করার মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমার ধারণা, লেখক কুরআন বিষয়ক হাদীসগুলোকে এ চল্লিশ হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। কারণ, ইসলামের মৌলিক গ্রন্থরূপে পরিচিত হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাব এবং এ ছাড়াও মুসনাদে আহমাদ, মুসান্নাফে আব্দির রাযযাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, সহীহ ইবনে হিব্বান ও মুসনাদে সাঈদ ইবনু মানসূরের মাঝে এ সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীস রয়েছে। বরং লেখক শুধু নতুন

নতুন বিষয়ে কুরআনের প্রয়োগ, আমল ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কুরআনের হিফয, গবেষণা, ফযীলত ও গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। একজন কুরআনের হাফিযের সম্মানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কুরআন হিফযের জন্য তাকে সাওয়াব দেয়া হবে, তার জন্য কুরআন সুপারিশ করবে ও সাক্ষ্য দিবে, এর মাধ্যমে সে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে। উপরন্তু তার তাকওয়া, পরহেযগারি ও বিশুদ্ধ নিয়তের ভিত্তিতে সে কুরআন দ্বারা সমূহ বরকত হাসিল করতে পারবে।

আল্লাহর নিকট এ কামনা করছি যে, তিনি যেন লেখকের এ পরিশ্রমে বরকত দিয়ে দেন এবং তাঁর জ্ঞান কর্তৃক মানুষকে লাভবান করেন ও তাঁকে সার্বিক সাহায্য করেন। তিনি নিশ্চই মহান দাতা ও দানশীল।

ধন্যবাদান্তে

শাইখ সালেহ বিন সা'দ আল-লাহাইদান

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আস-সাদ (হাফিযাহুল্লাহ) এর প্রারম্ভিক কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্ব জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর।

আমি কুরআনের আদব, আহকাম ও ফযীলত বিষয়ক চল্লিশ হাদীস সংক্রান্ত স্নেহধন্য আহমাদ ইবনু আব্দির রাযযাক ইবনু মুহাম্মাদ আলি ইব্রাহীম আল-আনকারীর পুস্তিকাটি দেখেছি। বইটি খুবই সুন্দর ও লাভজনক মনে হলো।

বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর কুরআনের সাথে। একজন বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্যার্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো তাঁর বাণীকে নিয়ে গবেষণা। আল্লাহ বলেন:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ﴾.

"এটি একটি বরকতময় কিতাব। যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে তারা এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে"।[১]

ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমহুল্লাহ) তাঁর আল-ফাওয়ায়িদ নামক কিতাবের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বলেন,

একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

আপনি যদি কুরআন থেকে সঠিকভাবে লাভবান হতে চান তাহলে কুরআন তিলাওয়াত ও শুনার বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনুন। আপনি মনে করুন, স্বয়ং আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলছেন। কারণ, এটি মূলতঃ রাসূলের মুখে আপনার প্রতি আল্লাহর সম্বোধন। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ﴾.

"এতে অবশ্যই ওর জন্য উপদেশ রয়েছে যার আছে একটি বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তর কিংবা যে খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে"।[২]

কারণ, কোন কিছু পরিপূর্ণরূপে প্রভাব বিস্তারকারী হতে হলে একটি আবেদনময়ী ক্রিয়াশীল বস্তু, উপযুক্ত জায়গা, প্রভাব বিস্তারের শর্তসমূহের উপস্থিতি ও প্রভাব বিস্তারে বাধাশীল বস্তুসমূহের অনুপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। আর উক্ত

[১]. সূরা সা-দ: ২৯.
[২]. সূরা ক্বাফ: ৩৭.

আয়াত এ সংক্রান্ত সকল বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে মামিল করেছে। আল্লাহর বাণী: إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَذِكْرَى তথা সূরা ক্বাফের শুরু থেকে এ পর্যন্ত অংশটুকু সত্যিই ক্রিয়াশীল। আর তাঁর বাণী: لِـمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ উপযুক্ত জায়গা তথা একটি জীবন্ত অন্তরকে বুঝিয়েছে। যার সত্যিকারের বোধশক্তি রয়েছে। যেমন: আল্লাহ বলেন,

﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْآنٌ مُّبِيْنٌ، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ﴾.

"এটিতো কেবল এক ধরনের উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন মাত্র। যাতে তা জীবিত তথা বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সতর্ক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল হতে পারে"।[৩]

আর আল্লাহর বাণী: أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ এমন কান ও শ্রবণশক্তিকে বুঝিয়েছে যা শ্রুত বস্তু শুনতে মনোযোগী। যা উক্তির প্রভাব বিস্তারের পূর্ব শর্ত। আর তাঁর বাণী: وَهُوَ شَهِيْدٌ একজন উপস্থিত অন্তরসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে যে শুনার সময় অনুপস্থিত থাকে না।

ইবনু কুতাইবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন: সে সজ্ঞানে ও সহৃদয়ে আল্লাহর কিতাব শুনেছে; শুনার ক্ষেত্রে কোন গাফিলতি করেনি।

উক্ত আয়াতের শেষাংশে প্রভাব বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তথা আল্লাহর বাণী বুঝা ও তা নিয়ে চিন্তা করা থেকে অন্তরের গাফিল হওয়া।

কাজেই যখন ক্রিয়াশীল বস্তু তথা কুরআন আর উপযুক্ত জায়গা তথা বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তর এবং শর্ত তথা মনোযোগ সহকারে বাণীটি শুনা ও প্রতিবন্ধকতা তথা সম্বোধন শুনার ব্যাপারে অন্তরের গাফিলতির অনুপস্থিতি সবই পাওয়া গেলো তখন কুরআন থেকে লাভবান হওয়া ও শিক্ষাগ্রহণ সবই সম্ভব হবে।

আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করছি যে, তিনি যেন এ পুস্তিকাটিকে লাভজনক ও বরকতময় বানিয়ে দেন এবং এর লেখককে সকল প্রকার কল্যাণের

[৩]. সূরা ইয়াসীন: ৬৯-৭০.

তাওফীক দেন। পরিশেষে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদান্তে

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আল-সা'দ

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ডঃ মাহির ইবনু ইয়াসীন আল-ফাহল (হাফিযাহুল্লাহ) এর বাণী

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সর্ব জগতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের কর্ণধার মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর।

নিশ্চয়ই আল্লাহর দিকে আহ্বানের দায়িত্ব সবচেয়ে উত্তম দায়িত্ব এবং তা আবশ্যক ইবাদাতও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾.

"ওই ব্যক্তির চেয়ে কথায় অতি উত্তম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং নেক আমল করে আর বলে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর একান্ত অনুগত"।[৪]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উক্ত দায়িত্ব পালন সমাজের প্রতি তার ধর্মীয় কর্তব্য। আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ﴾.

"আপনি বলুন, এটিই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা সুস্পষ্ট জ্ঞান নিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছি"।[৫]

আর আল্লাহর দীন প্রচারে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদান। কারণ, এতদুভয় ধর্মের মূল ও সঠিক পথের উৎস। অতএব, এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরলে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। আর কুরআনুল কারীম হলো সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী। কুরআন মাজীদ হলো প্রচুর জ্ঞানের আধার ও অধিক কল্যাণময়। যে কোন কল্যাণ ও জ্ঞান এখান থেকেই সংগৃহীত হয়। এটি অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ ও ব্যাপক মর্মের অধিকারী। এটি শিক্ষণীয়ও বটে। এ থেকে মানুষ ঐশী ব্যাপারগুলো এবং বিশুদ্ধ বিশ্বাস, মহান চরিত্র ও নেক আমল অর্জন করে। এটি মহান উপদেশ ও মহান সংবাদ বহনকারী। এটি প্রতিপালকের বাণী। আর মানুষের অন্তর প্রতিপালকের বাণীরই উপযুক্ত।

---

[৪]. সূরা ফুসসিলাত: ৩৩.
[৫]. সূরা ইউসুফ: ১০৮.

অতি খুশির বিষয় হলো আমি আমার ভাই শাইখ আহমাদ আব্দুর রাযযাক আলি ইব্রাহীম আল-আনকারীর "কুরআন বিষয়ক চল্লিশ হাদীস" নামক এ সুন্দর পুস্তিকাটির কিছু শুরুর কথা লেখার সুযোগ পেয়েছি।

পুস্তিকাটি আকারে ছোট হলেও তা একটি লাভজনক কিতাব। এ ফিতনার যুগে আল্লাহর কুরআনের দিকে ফিরে আসার জন্য এমন কিতাবের অতি প্রয়োজন রয়েছে। উক্ত কিতাবটি অনেকবার অনুবাদ করা ও ছাপা হয়েছে। লেখক খুব সুন্দরভাবে তা চয়ন, একত্রিতকরণ ও প্রাপ্তিস্থান নির্দেশের কাজটুকু করেছেন।

আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করছি যে, তিনি যেন লেখককে এ রকম আরো উত্তম কাজ করার তাওফীক দেন। বস্তুতঃ তিনি এ পুস্তিকাটি দ্বিতীয়বার ছাপিয়ে পাঠকের একটি উত্তম খিদমত করেছেন। আসলে লেখকের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস শিখা, শিখানো ও বিশ্লেষণ জাতীয় কাজ করার প্রচুর উৎসাহ রয়েছে।

পরিশেষে উক্ত কিতাব চয়ন ও এর খিদমত করার জন্য লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর আল্লাহর নিকট আমার ও তাঁর এবং সকল মুসলমানের জন্য ধর্মীয় জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে এ ধর্মের খিদমত করার তাওফীক কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

ডঃ মাহির ইয়াসীন আল-ফাহল

অধ্যাপক, হাদীস ও তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্র

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আমবার ইউনিভার্সিটি

১০/৬/১৪৩২ হিজরী

ডঃ হামাদ আত-তামিমীর বাণী

ইতিমধ্যে শাইখ আহমাদ ইবনু আব্দির রাযযাক ইবনু মুহাম্মাদ আলি ইব্রাহীম আল-আনকারীর "কুরআন বিষয়ক চল্লিশ হাদীস" নামক বইটি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আল-সা'দ, স্বনামধন্য মুহাদ্দিস সালেহ ইবনু সা'দ আল-লাহাইদানের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। মূলতঃ এটি শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনু সুলাইমান ইবনু আব্দিল লতীফ আলি ইব্রাহীম আল-আনকারীর খরচে ছাপানো হয়। যা বর্তামান সময়ের একটি বিরল কিতাব।

বইটি তার নাম ও বিষয় উভয় দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। বড় বড় মুহাদ্দিসরা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এটিই সত্যিই বিরল। উপরন্তু এতে বিশুদ্ধ ও ব্যাপক অর্থবহ অনেকগুলো হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেখক মূলতঃ ইমাম বুখারীর নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রত্যেক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীস থেকেই তার হেডলাইন বের করেছেন। বইটিকে কয়েকজন বড় আলিমের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। যাঁদের অগ্রগণ্য হলেন বিশিষ্ট দু'জন মুহাদ্দিস: শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আস-সা'দ এবং সালেহ ইবনু সা'দ আল-লাহাইদান। তাঁরা এ বইয়ের খুব প্রশংসা করেছেন।

যার হাতেই এ বইয়ের কোন কপি পৌঁছেছে সেই এর ব্যাখ্যা তলব করেছে। কারণ, এর ব্যাখ্যা করা হলে জ্ঞান পিয়াসুরা আল্লাহর কুরআন সম্পর্কে বহু লাভজনক কথা জানতে পারবে।

আল্লাহ এর লেখক, উপস্থাপক, প্রকাশক, পরিবেশক এবং ছাত্রদের মাঝে এর ব্যাখ্যা ও প্রচারকারীকে তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি এর মালিক ও ক্ষমতাবান।

ধন্যবাদান্তে

ডঃ হামাদ আত-তামিমী

৯/৫/২০১০ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ২৫/৫/১৪৩১ হিজরী

কিরাত প্রশিক্ষক শাইখ জামাল ইবনু ইব্রাহীম আল-কিরশ (হাফিযাহুল্লাহ) এর বাণী

সকল প্রশংসা দয়াবান ও নিয়ামতদাতা আল্লাহর জন্য। যিনি তাঁর নাম ও গুণাবলী নিয়েই বিদ্যমান। যাঁর কোন ছেলে ও শরীক নেই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার নিকট প্রেরিত বিশেষ রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবী ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নীতিতে চলা ব্যক্তিবর্গের উপর।

আমি শাইখ আহমাদ ইবনু আব্দির রাযযাক ইবনু মুহাম্মাদ আলি ইব্রাহীম আল-আনকারীর "কুরআন বিষয়ক চল্লিশ হাদীস" নামক বইটি দেখেছি। আমি এ বিষয়ে এটিকে একটি নতুন বই হিসেবেই পেয়েছি। যাতে কুরআনের ফযীলতের নির্যাস ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা রয়েছে। যার টীকায় মূল উদ্ধৃতির লুক্কায়িত রহস্যও ব্যক্ত করা হয়েছে।

আমি কুরআন প্রেমিকদেরকে এ হাদীসগুলো পড়া ও মুখস্থ করার আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ, এতে ব্যাপক অর্থবোধক কিছু হাদীস রয়েছে।

আমি আল্লাহর নিকট এ আবেদন জানাচ্ছি যে, তিনি যেন এ কাজটিকে মুসলমানদের জন্য লাভজনক বানিয়ে দেন। আর তিনি যেন আমাকে, তাঁকে ও সকল মু'মিনকে নেক আমলের তাওফীক দান করুন। উপরন্তু তিনি যেন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন পুরুষ-মহিলাকে ক্ষমা করেন। কারণ, তিনি লজ্জাশীল দয়ালু, নিকটতম শ্রোতা ও আহ্বানকারীর আহ্বান পূরণকারী।

ধন্যবাদান্তে

জামাল ইবনু ইব্রাহীম আল-কিরশ

উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কুরআন বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক

রিসালাতুল-কুরআন ওয়েবসাইটের পরিচালক

১/৪/১৪৩২ হিজরী।

ভূমিকা

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্ব জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর।

এটি কুরআন বিষয়ক চল্লিশটি হাদীসের মূল অংশ। যাতে আমি কুরআনের ফযীলত, বিধান ও আদব সম্পর্কীয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চল্লিশটি বিশুদ্ধ হাদীস একত্রিত করেছি।

আমি হাদীসগুলো একত্রিত করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভাষা ও বোধগম্য ভাষ্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি। যাতে তা মুখস্থ করে তা কর্তৃক লাভবান হওয়া ও আমল করা সহজ হয়।

যে ব্যক্তি কুরআনের ফযীলত বিষয়ক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছে সে অবশ্যই সেগুলোকে কেবল কুরআন মুখস্থ ও তাজবীদসহ সুন্দর করে পড়ার মাঝে সীমাবদ্ধ দেখেনি। বরং যে এ হাদীসগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করবে সে অবশ্যই সেগুলোকে জ্ঞান, আমল, পঠন ও হিফযের প্রতি উৎসাহিতকারী হিসেবে পাবে।

পরিশেষে আমি মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আমলের মাধ্যমে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং সেগুলোর বিপরীত কর্ম তথা বিদআত, পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিত্যাগের আহ্বান জানাচ্ছি।

মূলতঃ এ বইটিকে সাতটি পরিচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। যেগুলো নিম্নরূপ:

প্রথম পরিচ্ছেদ: কুরআন তিলাওয়াত ও সেটি অধ্যয়নের ফযীলত বিষয়ক হাদীসসমূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআনের বিধান ও আদব সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআন হিফয ও হাফিযদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: কুরআনের বারংবার পঠনের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী হাদীসসমূহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ কুরআনকে সুন্দর স্বরে পড়া মুস্তাহাব সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ আল্লাহর জন্য খাঁটি আমলের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ কিছু সূরার ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কথা ও কাজে নিষ্ঠা, সঠিকতা ও তাওফীক কামনা করছি। আর তাঁর নিকট এ আবেদন করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে, আমাদের মাতা-পিতাকে, আমাদের পরিবারবর্গের সকল জীবিত ও মৃতদেরকে, আমাদের শিক্ষকবৃন্দ ও সকল মুসলমান নর-নারীদেরকে ক্ষমা করে দেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবার এবং তাঁর সকল সাহাবীদের প্রতি।

ধন্যবাদান্তে

আহমাদ ইবনু আব্দির রাযযাক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ আলি ইব্রাহীম
আল-আনকারী
২৫/১২/১৪২৭ হিজরীতে লিখিত
রিয়াদ, সৌদি আরব
মোবাইলঃ ০০৯৬৬-৫০০৮৫০৯৬৫
ইমেইলঃ a.al-ibrahim@hotmail.com

হাদীসগুলো হিফয করার পদ্ধতি

প্রথমতঃ হাদীসগুলো হিফয করার লক্ষ্য হতে হবে, ভালোভাবে জেনে সেগুলোর উপর আমল করা ও এর মাধ্যমে নিজের মূর্খতা দূর করা।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসগুলো কলেবরে ছোট-বড় হলেও নিশ্চয়ই সেগুলোকে আপনি মনের মাঝে গেঁথে নিতে চাচ্ছেন; হাল্কাভাবে সেগুলো হিফয করা নয়। যা পরে ভুলে যাবেন। তাই নিম্নে এগুলো মুখস্থ করার কিছু সহজ পদ্ধতি তুলে ধরা হলো:

১. একটি হাদীসকে ভাষাগত ভুল শুদ্ধ করে কমপক্ষে তিনবার পড়বেন। অতঃপর সেটিকে একটু দ্রুতভাবে দশবার পড়বেন।

২. চোখের মণিতে ফটো করে নেয়ার জন্য হাদীসটিকে দেখে দেখে ১০-২০ বার পড়বেন। অতঃপর না দেখে ১০-৩০ বার পড়বেন।

৩. দাঁড়িয়ে, বসে, ঘুমের আগে, মসজিদে যাওয়ার সময় তথা সর্বাবস্থায় মুখস্থ হাদীসগুলো বারবার পড়তে চেষ্টা করবে। অচিরেই এর সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৪. প্রত্যেকটি হাদীসকে একশতবার পড়ার চেষ্টা করুন। যতোই বেশি পড়বেন ততোই তা অন্তরে ভালোবাসে বসবে।

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মুখস্থের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ব্যবধান রয়েছে। তবে সবাই কল্যাণের উপর রয়েছেন। সবাই ইনশাআল্লাহ সাওয়াব পাবেন।

বইয়ের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অর্থ: আমীরুল-মু'মিনীন আবু হাফস উমার ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই সমূহ কর্ম নিয়্যাতের উপরই নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়্যাত অনুযায়ীই তার আমলের সুফল পাবে। সুতরাং যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তার হিজরত সেদিকেই হয়েছে বলে ধরা হবে তথা সে এর সাওয়াব পাবে। আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়া কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হবে তার হিজরত সেদিকেই হয়েছে বলে ধরা হবে তথা সে এর কোন সাওয়াব পাবে না"।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা: লেখক বলেন: আমি ইমামদের অনুসরণার্থেই উক্ত হাদীসটি দিয়ে বই শুরু করেছি। বিশেষ করে আমি এ ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-বুখারীর অনুসরণ করেছি। তিনিও এ হাদীস দিয়েই তাঁর বিশুদ্ধ গ্রন্থটি শুরু করেন। আমাদের পূর্বসূরিরাও এ হাদীস দিয়ে কিতাব শুরু করা পছন্দ করতেন। তাই ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যে ব্যক্তি কোন বই লিখতে চায় সে যেন তার প্রত্যেকটি বইকে উমার ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** দিয়ে শুরু করে।

এ জন্যই আমি "কুরআন বিষয়ক চল্লিশটি হাদীস" নামক বইটি এ হাদীস দিয়ে শুরু করেছি। এর মাধ্যমে আমি নিজকে এবং সকল পাঠক ও জ্ঞানপিয়াসুকে নিজেদের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কাজে নিয়্যাতকে খাঁটি করার ব্যাপারে সতর্ক

করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ
কুরআন তিলাওয়াত ও সেটি অধ্যয়নের ফযীলত বিষয়ক হাদীসসমূহ

প্রথম হাদীস: কুরআন অধ্যয়নের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْـمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَـمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে নিজেদের মাঝে আল্লাহর কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হবে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলবে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবেন এবং তাদেরকে নিয়ে তাঁর নিকটতম ফিরিশতাদের সাথে আলোচনা করবেন। বস্তুতঃ যার আমল তাকে পিছিয়ে দিয়েছে তার বংশ পরিচয় তাকে আগিয়ে দিতে পারে না"।

ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: উক্ত হাদীসটি শুধু সমষ্টিকেই শামিল করে না। বরং তা ব্যক্তিকেও শামিল করে। সুতরাং কেউ একাকী যিকির করলেও সে উক্ত ফযীলতটুকু অর্জন করতে পারবে।

দ্বিতীয় হাদীস: কুরআনের একটি অক্ষরে দশ নেকি

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْـحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِـهَا، لَا أَقُوْلُ: الـم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআনের

একটি অক্ষর পড়বে তাকে এর পরিবর্তে একটি নেকি দেয়া হবে। একটিকে আবার দশগুণে রূপান্তরিত করা হবে। আমি বলছি না যে, الـم একটি অক্ষর। বরং أَلِفٌ একটি অক্ষর, لَامٌ আরেকটি অক্ষর এবং مِيْمٌ আরেকটি অক্ষর"।

ইমাম তিরমিযী ও দারেমী (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এটি হাসান, সহীহ ও গরীব হাদীস। আর শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার শাইখ আব্দুল্লাহ আস-সা'দকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, উক্ত হাদীসে কোন সমস্যা নেই।

তৃতীয় হাদীস: কিয়ামতের দিন কুরআন তাকে মনেপ্রাণে বহনকারীদের জন্য সুপারিশ করবে

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ.

অর্থ: আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেন: তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ, কুরআন তাকে মনেপ্রাণে বহনকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে"। ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: উক্ত হাদীস কিয়ামতের দিন সুপারিশ ও সুপারিশকারী ভিন্নতাসহ সুপারিশের মৌলিক বিষয়টি প্রমাণ করে। তবে সুপারিশ কেবল তাওহীদপন্থীদের ভাগ্যেই জুটবে। মুশরিকদের জন্য সেদিন কোন সুপারিশ নেই। যদিও সে কুরআনের অনেক বড় হাফিযই হোক না কেন। কারণ, তার আমল তো শিরকের কারণে দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তা আখিরাতেও গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক ও শিরকপন্থীদের থেকে রক্ষা করুন।

চতুর্থ হাদীস: কুরআন পাঠক মু'মিন ও মুনাফিকের দৃষ্টান্ত

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ؛ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ؛ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ؛ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ؛ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

অর্থ: আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: যে মু'মিন কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হলো উতরুজ্জা তথা এক ধরনের বাতাবি লেবুর ন্যায়। যার সুঘ্রাণ ও স্বাদ উভয়টিই ভালো। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার দৃষ্টান্ত হলো খেজুরের ন্যায়। যার সুঘ্রাণ নেই ঠিকই; তবে খেতে তা খুবই সুমিষ্ট। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার দৃষ্টান্ত একজাতীয় পুদিনা বা তুলসী পাতার ন্যায়। যার ঘ্রাণ খুবই চমৎকার। তবে খেতে তা খুবই তেতো। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার দৃষ্টান্ত হলো হাঞ্জল ফলের ন্যায়। যার কোন সুঘ্রাণ নেই এবং তা খেতে খুব তেতোও বটে"।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তাঁরা الْمُنَافِقِ শব্দের পরিবর্তে الْفَاجِرِ শব্দটি উল্লেখ করেন।

টীকা: الْأُتْرُجَّةِ বা الْأُتْرُج একটি প্রসিদ্ধ ফল। যেটিকে تُرُنْج নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যার মাঝে সুঘ্রাণ ও স্বাদ উভয়টিই রয়েছে। কেউ কেউ সেটিকে الْأُتْرُنْجَة নামেও আখ্যায়িত করে। যেটি মুলতঃ একটি বড় আকারের লেবুর ন্যায়।

الْحَنْظَلَةِ বা الْحَنْظَل জমিনে প্রলম্বিত একটি উদ্ভিদ। যার ফল একেবারেই

ছোট আকারের তরমুজের ন্যায়। তিতা হওয়ার ক্ষেত্রে এটির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়।

পঞ্চম হাদীস: কুরআন পড়তে দক্ষ ও যে কুরআন পড়তে আটকে যায় তার সাওয়াব

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ.

অর্থ: আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কুরআন পড়ায় দক্ষ ব্যক্তির অবস্থান আল্লাহর নেককার সম্মানিত ফিরিশতাগণের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে আটকে যায় এবং তা পড়া তার জন্য কষ্টকর হয় তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে"। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "কুরআন পড়া যার জন্য কঠিন তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে"।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শব্দগুলো হলো ইমাম মুসলিম ও সুনান সংকলকদের।

টীকা: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ মানে যিনি সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে দক্ষ ও পরিপক্ক। যিনি কুরআন পড়তে কোন ভুল করেন না। না তাকে কুরআন পড়তে কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। যার সুন্দর স্মরণ শক্তি ও দক্ষতার দরুন কুরআন পড়া তার জন্য কষ্টকর নয়।

وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ মানে যার স্মরণ শক্তি দুর্বল হওয়ার দরুন সে কুরআন তিলাওয়াতে চিন্তা-ভাবনা করে।

لَهُ أَجْرَانِ মানে তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে। একটি কুরআন পড়ার জন্য। আরেকটি তার কষ্ট ও কুরআন তিলাওয়াতে আটকে যাওয়ার জন্য।

ষষ্ঠ হাদীস: সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কি নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে সেখানে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বিশাল গর্ভবতী উষ্ট্রী দেখতে চাও? সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমাদের কারো সালাতে তিনটি আয়াত পড়া তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বিশাল গর্ভবতী উষ্ট্রীর চেয়েও অনেক উত্তম"।

ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: الْخَلِفَةُ শব্দটি خاء এর فتح এবং لام এর كسر সহ। এর অর্থ হলো গর্ভবতী উষ্ট্রী। এর বহুবচন হলো خَلِفَاتٍ।

সপ্তম হাদীস: কুরআন অনুযায়ী আমলকারীদের ফযীলত

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ تَقَدَّمُهُمْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ، مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

هَذَا لَفْظُ أَحْمَدَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ بِنَفْسِ الْإِسْنَادِ وَلَكِنَ بَدَلَ تَقَدَّمُهُمْ تَقْدُمُهُ، وَبَدَلَ يُحَاجَّانِ تُحَاجَّانِ.

وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

وَيَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ طَيِّبَةِ الطَّعْمِ طَيِّبَةِ الرِّيْحِ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَيِّبَةِ الطَّعْمِ وَلَا رِيْحَ لَهَا.

অর্থ: নাওওয়াস ইবনু সামআন আল-কিলাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন কুরআন ও এর উপর আমলকারীদেরকে উঠানো হবে। তাদের সামনে থাকবে সূরা আল-বাকারাহ ও আলি ইমরান। আল্লাহর রাসূল সূরা দু'টোর তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যা আমি আজও ভুলিনি। তিনি বললেন: যেন সেগুলো দু' খণ্ড মেঘের ন্যায় অথবা দু' খণ্ড কালো মেঘের ন্যায়; যেগুলোর মাঝে কিছুটা আলো রয়েছে কিংবা সারিবদ্ধ দু' দল পাখির ন্যায়। যারা তাদের উপর আমলকারীদের জন্য তর্ক করবে"। এটি হলো ইমাম আহমাদের শব্দ।

ইমাম মুসলিম ইসহাক ইবনু মানসূর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ইয়াযীদ ইবনু আব্দে রাব্বিহী একই সূত্রে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তবে তিনি تَقَدَّمُهُمْ এর পরিবর্তে تَقْدُمُهُ এবং تُحَاجَّانِ এর পরিবর্তে تُحَاجَّانِ ক্রিয়াদ্বয় উল্লেখ করেন।

আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে মু'মিন কুরআন পড়ে ও সে অনুযায়ী আমল করে সে হলো সুঘ্রাণ ও সুস্বাদু উতরুজ্জা তথা এক ধরনের বাতাবি লেবুর ন্যায়। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না; তবে সেটির উপর আমল করে সে হলো সুস্বাদু খেজুরের ন্যায়। যার কোন সুঘ্রাণ নেই। ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আহলে কুরআন বলতে ওদেরকে বুঝানো হয় যারা কুরআন সম্পর্কে জেনে সেটির উপর আমল করে। যদিও তারা তা মুখস্থ করেনি। আর যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে সেটি বুঝেওনি এবং তার উপর আমলও করেনি সে কখনো আহলে কুরআন হতে পারে না। যদিও সে কুরআনের অক্ষরগুলোকে তীরের ন্যায় সোজা করে পড়তে পারে। যাদুল-মাআদ।

كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ অর্থ: সূরা আল-বাকারাহ ও আলি ইমরান তিলাওয়াতের একটি বিশেষ প্রতিদান হলো যে সেগুলো কিয়ামতের বিশাল দু' খণ্ড মেঘে রূপান্তরিত হবে। যা এগুলোর তিলাওয়াতকারীকে বিশেষভাবে ছায়া দিবে।

أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ অর্থ: অথবা সূরা দু'টো দু' টুকরো খুব ঘন মেঘ ও একের উপর অন্যটি স্তরের মতো মাথার অনেক উপরে অবস্থান করবে। যাতে কিয়ামতের দিন সেগুলোর তিলাওয়াতকারীকে সূর্যের কঠিন তাপ থেকে ছায়া দেয়া যায়।

بَيْنَهُمَا شَرْقٌ অর্থ: মেঘ দু'টো খুব ঘন হওয়ার পরও সেগুলো সূর্যের পুরো আলোকে ঢেকে ফেলবে না। বরং দু'টোর মাঝ থেকেই সহনীয় সূর্যের আলো দেখা যাবে।

أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ অর্থ: অথবা সূরা দু'টো সারিবদ্ধ পাখির দল ও সমষ্টিতে রূপান্তরিত হবে যেমন মুসল্লিরা সালাতে সারিবদ্ধ হয়।

يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا অর্থ: যে ব্যক্তি সূরা দু'টো নিয়মিত পড়বে ও সেগুলোর উপর আমল করবে তার পক্ষ নিয়ে সেগুলো আল্লাহর সাথে তর্ক করে তার উপর থেকে অবধারিত শাস্তিকে প্রতিরোধ করবে।

অষ্টম হাদীস: ঘরে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াতের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান নিশ্চয়ই পালিয়ে যায়"। ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

নবম হাদীস: কুরআন আস্তে ও জোরে পড়ার ফযীলত

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

অর্থ: উকবাহ ইবনু আ-মির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেন: কুরআন সশব্দে তিলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে সাদাকারীর ন্যায়। আর নিচু স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারী গোপনে সাদাকাকারীর ন্যায়"। ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী (রাহিমাহুমাহুমুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এটি হাসান ও গরীব হাদীস। আর শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

দশম হাদীস: কুরআন শুনার প্রতি ভালোবাসা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: إِنِّيْ أَشْتَهِيْ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ، فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ أَوْ غَمَزَنِيْ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِيْ، فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ، فَرَأَيْتُ دُمُوْعَهُ تَسِيْلُ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেন: তুমি আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শুনাবো; অথচ আপনার উপরই তা নাযিল করা হয়েছে। তিনি বললেন: আমার মনে চায়, অন্যের থেকে কুরআন শুনি। অতঃপর আমি সূরা নিসা পড়া শুরু করলাম। যখন আমি নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছালাম:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾

"তখন আপনার কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং আপনাকে হাজির করবো তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য"।[৬]

তখন আমি মাথা উঁচু করলাম অথবা আমার পার্শ্বদেশে কেউ গুতো মারলে আমি মাথা উঁচু করে দেখলাম, তাঁর চোখের অশ্রুগুলো প্রবাহিত হচ্ছে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে

[৬]. সূরা আন-নিসা: ৪১.

এখানের শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আদব ও বিধান সম্পর্কীয়

১১তম হাদীস: কুরআনওয়ালার প্রতি ঈর্ষা

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِيْ الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কেবল দু'জনের ক্ষেত্রেই হিংসা কাম্য: ক. যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছেন। ফলে সে দিনরাত সেটি তিলাওয়াত করে। অতঃপর তার প্রতিবেশী কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে বললো: আহ্! আমাকে যদি তার ন্যায় কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ামত দেয়া হতো তাহলে আমি তার ন্যায় আমল করতে পারতাম। খ. যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা সত্য পথে ব্যয় করেই চলছে। তখন জনৈক ব্যক্তি তার এ কাজ দেখে বললো: আহ্! আমাকে যদি তার ন্যায় সত্য পথে সম্পদ ব্যয়ের নিয়ামত দেয়া হতো তাহলে আমি তার ন্যায় আমল করতে পারতাম"।

ইমাম বুখারী ও আহমাদ (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে উক্ত হাদীসের শব্দগুলো ইমাম বুখারীর।

১২তম হাদীস: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কুরআন পড়ার পদ্ধতি

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَنْزِيْهٌ لله سَبَّحَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

وَعَنْهُ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَرَأَ، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا.

অর্থ: হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি কোন রহমতের আয়াত পড়তেন তখন তিনি তা আল্লাহর নিকট কামনা করতেন। যখন তিনি কোন আযাবের আয়াত পড়তেন তখন তিনি তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন। যখন তিনি আল্লাহর পবিত্রতা বিষয়ক কোন আয়াত পড়তেন তখন তিনি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতেন"।

ইমাম ইবনু মাজাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন: তিনি এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পাশে সালাত আদায় করলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে কিরাত পড়লেন যে, যখন তিনি কোন আযাবের আয়াত পড়তেন তখন তিনি সেখানে থেমে তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন। আর যখন কোন রহমতের আয়াত পড়তেন তখন তিনি সেখানে থেমে আল্লাহর নিকট তা পাওয়ার দুআ করতেন"।

ইমাম নাসায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

১৩তম হাদীস: যে সময়ের ভেতর কুরআন খতম করা যায়

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِيْ شَهْرٍ، قَالَ: إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: اقْرَأْ فِيْ عِشْرِيْنَ، قَالَ: إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: اقْرَأْ فِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: اقْرَأْ فِيْ عَشْرٍ، قَالَ: إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: اقْرَأْ فِيْ سَبْعٍ، وَلَا تَزِيْدَنَّ عَلَى ذَلِكَ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা তাঁকে বললেন: তুমি এক মাসে পুরো কুরআন খতম দাও। তিনি বললেন: আমি নিশ্চয়ই এরচেয়ে বেশি পড়ার ক্ষমতা রাখি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তাহলে তুমি বিশ দিনে কুরআন খতম করো। তিনি বললেন: আমি নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি পড়ার ক্ষমতা রাখি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তাহলে তুমি পনেরো দিনে কুরআন খতম করো। তিনি বললেন: আমি নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি পড়ার ক্ষমতা রাখি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তাহলে তুমি সাত দিনে কুরআন খতম করো। এরচেয়ে আর বেশি বাড়াবে না"।

ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) তাঁদের কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেন। তবে উক্ত শব্দগুলো কেবল ইমাম আবু দাউদের।

টীকা: উক্ত হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল-আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। কারণ, নবী তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য দেখে তাঁকে সেভাবেই নির্দেশনা দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তখন তাঁর জন্য বেশি কুরআন পড়া ও আমল করা কষ্টকর হয়ে উঠে। বুখারীর এক বর্ণনায় তিনি নিজেই বলেন: আহ্! আমি যদি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দেয়া সুযোগটা গ্রহণ করতাম! কারণ, আমি এখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। তখন তিনি দিনের বেলায় কুরআনের এক সপ্তাংশ নিজ পরিবারের কাউকে শুনাতেন এবং তা দিনের বেলায়ই সালাতে পড়ে নিতেন। যেন রাতের বেলায় তাঁর কষ্ট কম হয়। তিনি মাঝে মাঝে কিছু দিন রোযা না রেখে শক্তি সঞ্চয় করতেন। তবে সেগুলোর পরিমাণ হিসেব করে পরে সেই আন্দায রেখে দিতেন। কারণ, তিনি নবী এর জীবদ্দশায় যা করতেন সেগুলোর কোনটি ছাড়া অপছন্দ করতেন।

এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো যেন এমন মনে করা না হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যকার যারা এক বা দু' দিনে কুরআন খতম করেছেন তারা আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে দেয়া রাসূলের আদেশ অমান্য করেছেন। ব্যাপারটি মূলতঃ তেমন নয়। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উত্তর ছিলো প্রশ্নকর্তা ও ফতোয়া তলবকারীর অবস্থা বিবেচনায়। যেখান থেকে ব্যাপক বিধান ও দলীল সংগ্রহ করা যায়। তাই আমরা বলতে পারি, উক্ত হাদীসে ব্যাপকতা ও বিশেষত্ব উভয়টিই রয়েছে।

১৪তম হাদীস: কেউ সাজদাহর আয়াত পড়লে তার জন্য সাজদাহ করা মুস্তাহাব

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ، يَقُوْلُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আদম সন্তান যখন সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত সাজদাহ করে তখন শয়তান একটু দূরে সরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে: হায়, আফসোস! আদম সন্তানকে সাজদাহর আদেশ করা হলে সে সাজদাহ করে। ফলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর আমাকে সাজদাহর আদেশ করা হলে আমি তা অমান্য করি। ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম"।

ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম বাগাওয়ীর আস-সুন্নাহের মধ্যে রয়েছে,

فَيَقُوْلُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ هَذَا بِالسُّجُوْدِ...

"অতঃপর সে বলবে, হায়, আফসোস! একে সাজদাহর আদেশ করা হলে...

টীকা: হাদীসে সাজদাহ বলতে কেবল সূরা আস-সাজদাহকে বুঝানো হচ্ছে না। বরং কুরআনের সকল সাজদাহকেই বুঝানো হচ্ছে। আর তা সর্বমোট ১৫টি।

১৫তম হাদীস: পাশের কেউ আওয়াজে কষ্ট পেলে কুরআন উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা মাকরূহ

عَنِ الْبَيَاضِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُصَلِّيْ يُنَاجِيْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيْهِ، وَلَا يَجْهَرْ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ.

অর্থ: বায়াযী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন, কিছু মানুষ উচ্চস্বরে কিরাত পড়ে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি বললেন: "বস্তুতঃ একজন মুসল্লী নিজ প্রতিপালকের সাথে একান্তভাবে আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকে। সুতরাং তার চিন্তা করা দরকার, তাঁর সাথে কী একান্ত আলাপচারিতায় লিপ্ত রয়েছে। তাই উচ্চস্বরে কিরাত পড়ে একে অপরকে কষ্ট দিবে না"।

ইমাম আহমাদ, মালিক, নাসায়ী ও বায়হাকী (রাহিমাহুমুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম হাইসামী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

১৬তম হাদীস: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **এর চরিত্র**

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَنْبِئِيْنِيْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَخْبِرِيْنِيْ بِخُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾.

অর্থ: কাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) যুরারাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা সা'দ ইবনু হিশাম ইবনু আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে উম্মুল-মু'মিনীন! আপনি আমাকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলবেন কী? তখন তিনি বলেন: তুমি কি কুরআন পড়ো না? আমি বললাম: অবশ্যই। তিনি বলেন: আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চরিত্র ছিলো হুবহু কুরআন"।

ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

সা'দ ইবনু হিশাম ইবনু আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট এসে তাঁকে বললাম: হে উম্মুল-মু'মিনীন! আপনি আমাকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলবেন কী? তখন তিনি বলেন: তাঁর চরিত্র ছিলো হুবহু কুরআন। তুমি কি কুরআন পড়ো না? আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾.

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উচ্চমার্গে উন্নীত"।[৭]

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সত্যিই বিশুদ্ধ।

টীকা: ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এর মানে হলো কুরআনের আদেশ-নিষেধ মানা যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অভ্যাস ও চরিত্রে পরিণত হয়েছে। তিনি কুরআনের জন্য তাঁর সহজাত স্বভাব ত্যাগ করেছেন। তাই কুরআন যখনই তাঁকে কোন কিছুর আদেশ করে তখনই তিনি তা করেন। আর যখনই কুরআন তাঁকে কোন কিছু থেকে বারণ করে তখনই তিনি তা পরিত্যাগ করেন। এ ছাড়াও আল্লাহ তাঁকে মহান চরিত্র দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মধ্যে রয়েছে লজ্জাশীলতা, বদান্যতা, সাহসিকতা, মার্জনা, সহনশীলতা ও প্রমাণিত সকল সুন্দর চরিত্র। সূরাতুল-কালামের তাফসীর।

১৭তম হাদীস: উটের পিঠে বসে টেনে টেনে বারংবার কুরআন পড়া জায়িয

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْـمُزَنِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মক্কা বিজয়ের দিন উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে টেনে টেনে বারংবার সূরা আল-ফাতহ পড়তে দেখেছি"।

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে

[৭]. সূরা আল-কালাম: ৪.

শব্দগুলো আবু দাউদের।

টীকা: **اَلتَّرْجِيْعُ** অর্থ: বারংবার পড়া। এ অর্থেই বলা হয় **تَرْجِيْعُ الْأَذَان** তথা আযানের শব্দ বারবার বলা। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো আওয়াজের ক্ষেত্রে হরকতগুলোর কাছাকাছি উচ্চারণ। আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) **تَرْجِيْع** এর বর্ণনা দিয়েছেন টেনে টেনে কিরাত পড়ার মাধ্যমে। যেমন: آء آء آء তথা আওয়াজকে সুন্দও করার জন্য বাড়তি টানা। এ বইয়ের ব্যাখ্যায় আরো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

১৮তম হাদীস: ইসলামের শত্রু কাফিরের হস্তগত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কুরআন সঙ্গে নিয়ে তাদের দেশে সফর করা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تُسَافِرُوْا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّيْ لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর এলাকায় সফর করতে নিষেধ করেছেন"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) এর সূত্রে ইবনু উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: তোমরা কুরআন সঙ্গে নিয়ে সফর করো না। কারণ, তা শত্রুর হাতে পড়ার ব্যাপারে আমি আশঙ্কাহীন নই"।

টীকা: উলামায়ে কিরাম বলেন: যদি কুরআনের ব্যাপারে এতটুকু আশঙ্কামুক্ত হওয়া যায় যে, তা কাফিরের হাতে পড়বে না, ছিঁড়ে ফেলা হবে না অথবা জমিনে নিক্ষেপ করা হবে না তাহলে তা সঙ্গে নিয়ে সফর করা যাবে।

১৯তম হাদীস: ভীষণ তন্দ্রার দরুন কুরআন পড়া এলোমেলো হলে করণীয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো কিয়ামুল-লাইল বা রাতের নামাযের সময় মুখে কুরআন আটকে গেলে তথা সে কী পড়ছে তা বুঝতে না পারলে সে যেন শুয়ে পড়ে"।

ইমাম মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: اسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ **অর্থ:** ভারী তন্দ্রার দরুন কুরআন পড়া মুখে আটকে যাওয়া ও উচ্চারণ করতে না পারা। এ জন্য তাকে কুরআন পড়া বন্ধ করতে হবে।

২০তম হাদীস: কুরআনের শিক্ষক কুরআনের পাঠককে পাঠশেষে "যথেষ্ট হয়েছে" বলবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: اقْرَأْ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! آقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন: তুমি আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনাকে কুরআন পড়ে শুনাবো; অথচ আপনার উপরই তা নাযিল করা হয়েছে। তিনি বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর আমি সূরা নিসা পড়া শুরু করলাম। যখন আমি নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছালাম:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾

"তখন আপনার কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং আপনাকে হাজির করবো তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য"।[৮]

তখন তিনি বললেন: এবারের মতো এতটুকুই যথেষ্ট। অতঃপর আমি তাঁর দিকে তাকালে দেখলাম, তাঁর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কুরআন হিফযের ফযীলত ও হাফিযদের প্রতিদান সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ

২১তম হাদীস: যে কুরআন নিজে শিখে ও অন্যকে শিখায় সে এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তি

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অর্থ: আবু আব্দির রহমান আস-সুলামী (রাহিমাহুল্লাহ) উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে কুরআন শিখে ও শিখায়"।

[৮]. সূরা আন-নিসা: ৪১.

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন।

বুখারী ও তিরমিযীর আরেকটি বর্ণনায় উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ সেই যে কুরআন শিখে ও শিখায়"।

আবু আব্দির রহমান আস-সুলামী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এ হাদীসটিই আমাকে এ জায়গায় বসিয়েছে। তিনি চল্লিশ বছরকাল কুফার মসজিদে মানুষকে কুরআন শিখানোর জন্য অবস্থান করেছেন।

২২তম হাদীস: গোলাম হলেও কুরআনওয়ালাদের রয়েছে উচ্চ সম্মান

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الحَارِثِ أَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ: وَمَا ابْنُ أَبْزَى؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيْنَا، فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ، عَالِمٌ لِلْفَرَائِضِ قَاضٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ.

অর্থ: নাফি' ইবনু আব্দিল-হারিস (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে উসফান এলাকায় সাক্ষাত করেন। তখন তিনি উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ থেকে মক্কা এলাকার গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন: তুমি ওয়াদি এলাকাবাসীর দায়িত্ব কাকে দিয়েছো? তিনি বললেন: আমি তাদের উপর ইবনু আবযাকে আমার প্রতিনিধি বানিয়েছি। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: ইবনু আবযা কে? তিনি বললেন: আমাদের এক গোলাম। তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: তুমি একজন গোলামকে তাদের দায়িত্বশীল বানালে? তিনি বললেন: সে আল্লাহর কুরআনের কারী। ফারায়েয বিশেষজ্ঞ একজন বিচারক। তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: নিশ্চয়ই তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে কিছু সম্প্রদায়কে সম্মানিত করেন আর কিছুকে করেন অসম্মানী"।

ইমাম মুসলিম ও আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে শব্দগুলো ইমাম আহমাদের।

টীকা: নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) এর কথা: **إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ، عَالِمٌ لِلْفَرَائِضِ قَاضٍ** তথা সে আল্লাহর কুরআনের কারী। ফারায়েয বিশেষজ্ঞ একজন বিচারক।

উক্ত বাণীতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমাদের পূর্বসূরিরা কেবল কারী ছিলেন না। বরং তাদের ধর্মের সকল বিষয়ে জ্ঞান ছিলো। তেমনই একজন কুরআনের হাফিযের উচিত আল্লাহর দীন সম্পর্কে সম্যক ব্যুৎপত্তি অর্জন করা। সে যেন কেবল কিরাতের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী কিরাতের ইমামদের জীবনে পড়বে সে অবশ্যই এ ব্যাপারটি দেখতে পাবে যে, তারা নিশ্চয়ই শরীয়তের প্রত্যেক বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন।

২৩তম হাদীস: কুরআনওয়ালারাই হলো আল্লাহওয়ালা ও তাঁর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: قِيْلَ: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ.

অর্থ: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মানুষের মাঝে আল্লাহর কিছু নিকটতম ব্যক্তিবর্গ রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হলো, তারা কারা? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: কুরআনওয়ালারাই হলো সত্যিকারের আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ"।

ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) সেটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

২৪তম হাদীস: জান্নাতে প্রবেশের পর কুরআনওয়ালার মর্যাদা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُقَالُ لِصَاحِبِ

الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِيْ الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: কুরআনওয়ালাকে বলা হবে, তুমি পড়ো এবং উপরে উঠো। তুমি তাজবীদসহ কুরআন তিলাওয়াত করো যেমনিভাবে দুনিয়াতে তিলাওয়াত করতে। কারণ, তোমার স্থান হবে তোমার পড়া শেষ আয়াতের নিকটেই"।

উক্ত হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) এ শব্দেই উল্লেখ করেন। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবু ঈসা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত হাদীসটি হাসান, সহীহ। শাইখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৫তম হাদীস: কুরআনের হাফিযের ফযীলত ও তার জন্য নির্ধারিত মহা পুরস্কারসমূহ

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِيْ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُوْلُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِيْ؟ فَيَقُوْلُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُوْلُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ، الَّذِيْ أَظْمَأْتُكَ بِالْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلَانِ: بِمَ كُسِيْنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِيْ دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِيْ صُعُوْدٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا أَوْ تَرْتِيْلًا.

অর্থ: বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। তখন আমি তাঁর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: নিশ্চয়ই কুরআন কিয়ামতের দিন কুরআনওয়ালার নিকট আসবে বিকৃত চেহারায়। যখন সে কবর ফেটে কবর থেকে বের হবে। কুরআন তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে: তুমি কি আমাকে চেনো? সে বলবে, না, আমি

তোমাকে চিনি না। তখন সে বলবে: আমি তোমার সঙ্গী কুরআন। আমিই তোমাকে দুপুর বেলায় তৃষ্ণার্ত করেছি। তোমাকে রাত জাগিয়েছি। তখন প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। অথচ আজ তুমি সকল ব্যবসায় লাভবান। তখন তার ডান হাতে মালিকানা দেয়া হবে এবং তার বাম হাতে স্থায়িত্ব দেয়া হবে। আরো তার মাথায় রাখা হবে সম্মানের মুকুট এবং তার মাতা-পিতাকে পরিয়ে দেয়া উন্নত মানের দু'টি পোশাক। যেগুলোর মূল্য দুনিয়াবাসীরা আন্দাযও করতে পারবে না। তখন তারা বলবে: আমাদেরকে কেন এটি পরানো হয়েছে? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তান বুকে কুরআন ধারণের কারণে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি পড়ো এবং সিঁড়ি ও রুমগুলোতে উঠতে থাকো। সে এভাবেই উঠতে থাকবে যতক্ষণ সে কুরআন দ্রুত বা ধীর গতিতে পড়তে থাকবে"।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এবং উবাইদ ইবনু সাল্লাম তাঁর ফাযাইলুল-করিআনে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন। তাঁদের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। তবে মুহাজির আল-কুফীর বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম ইবনু মাজাহ, ইবনু আবী শাইবাহ এবং অন্যান্যরাও হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম হাইসামী ও ইমাম সুয়ূতী এটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন। তেমনিভাবে ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে এবং শাইখ আলবানীও তাঁর বিশুদ্ধ হাদীসসিরিজ গ্রন্থে এটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

টীকা: উলামায়ে কিরাম বলেছেন, كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ অর্থ: রোগ, সফর ইত্যাদির কোন কারণে রং ও শরীরে পরিবর্তনশীল। সে এ অবস্থায় তার নিকটে আসবে দুনিয়ায় তার মতো দেখানোর জন্য অথবা তাকে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, দুনিয়াতে কুরআন পড়তে গিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর কারণে যেমনিভাবে তার রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন তার জন্য দৌড়াতে গিয়ে কুরআনও বিবর্ণ হয়েছে। যেন কুরআনের সাথী আখিরাতে তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে।

২৬তম হাদীস: কুরআনওয়ালাদেরকে সম্মান, মর্যাদা ও ইজ্জত দিতে হবে; তাদেরকে কোনভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِيْ

الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ، غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِيْ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

অর্থ: আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: আল্লাহকে সম্মান দেয়ার এটিও অংশ যে, তুমি দাঁড়ি সাদা মুসলিমকে এবং কুরআন বহনকারীকে -যে কুরআনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি করেনি- সম্মান দিবে। তেমনিভাবে সম্মান দিবে ইনসাফপরায়ণ প্রশাসককে"।

ইমাম আবু দাউদ ও বাইহাকী হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এটিকে হাসান বলেন।

টীকা: الْمُقْسِطِ অর্থ: নিজ প্রজার মাঝে ইনসাফপরায়ণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কুরআন বারবার পড়া ও সেটির যত্ন নেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী হাদীসসমূহ

২৭তম হাদীস: কুরআনের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সেটিকে বারবার পড়া ও স্মরণ করা

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَاهَدُوْا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِيْ عُقُلِهَا. متفق عليه.

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

অর্থ: আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: তোমরা কুরআনের প্রতি যত্নবান হও। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই কুরআন রশিতে বাঁধা উটের চেয়ে বেশি পলায়নপর। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সূত্রে বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "কুরআনওয়ালার

দৃষ্টান্ত হলো রশিতে বাঁধা উটওয়ালার দৃষ্টান্তের ন্যায়। উটের প্রতি যত্ন নিলে তাকে আটকে রাখা সম্ভব। আর উটকে ছেড়ে দিলে তার জন্য চলে যাওয়া সহজ"।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

২৮তম হাদীস: দিন-রাত কুরআনের প্রতি যত্নবান না হলে তা ভুলে যাবে

عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَقْرَؤُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.

অর্থ: মূসা ইবনু উকবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) এর সূত্রে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন একজন কুরআনওয়ালা রাত-দিন কুরআন পড়বে তখন সে তা স্মরণ রাখতে পারবে। আর যখন সে তা করবে না তখন সে তা ভুলে যাবে"। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে তা ভুলে গিয়েছে সে হাত বা আঙ্গুল কাটা অবস্থায় অচিরেই আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এমন কঠিন হুমকিস্বরূপ যতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা বিশুদ্ধ নয়। তবে সে ব্যক্তি অবশ্যই কঠিন দুর্ভাগা যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন হিফয করা এবং তা তিলাওয়াত করে মজা অনুভব করা উপরন্তু এর আলোকে তার চেহারা ও অন্তর আলোকিত হওয়ার মতো নিয়ামত দিয়েছেন অতঃপর সে অলসতা ও গুরুত্বহীনতাবশত তা পরিত্যাগ করার দরুন তার অন্তর থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এমন ব্যক্তি সত্যিই মহাবঞ্চিত। বস্তুতঃ সকল অপকর্ম থেকে বাঁচা ও সকল নেক কর্মের শক্তি একমাত্র আল্লাহই দিয়ে থাকেন।

২৯তম হাদীস: কেউ কোন সূরা বা আয়াত ভুলে গেলে কী বলবে?

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: إِنِّيْ نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا

وَكَذَا، بَلْ هُوَ نُسِّيَ. هَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا.

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُوْلَ: نَسِيْتُ سُوْرَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، أَوْ نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অর্থ: ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তোমাদের কেউ এমন বলবে না যে, আমি ওমুক ওমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। বরং তাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে"। এগুলো হলো নাসায়ীর শব্দ।

ইমাম মুসলিম এ শব্দে উল্লেখ করেন যে, "তোমাদের কেউ এমন বলবে না যে, আমি ওমুক ওমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। বরং তাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে"। ইমাম বুখারীও এভাবে বর্ণনা করেন।

ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: একজন মানুষের জন্য এমন বলা খুবই খারাপ যে, আমি ওমুক ওমুক সূরা বা ওমুক ওমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। বরং তাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে"।

ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুরআনকে সুন্দর আওয়াজে পড়া মুস্তাহাব বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ

৩০তম হাদীস: কুরআন তিলাওয়াতের সময় সাধ্যমতো তা সুন্দর ও অলঙ্কৃত আওয়াজে পড়া

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যাপারে নবী কে এতটুকু অনুমতি দেননি যতটুকু অনুমতি দিয়েছেন কুরআন সুন্দর করে পড়ার ব্যাপারে"।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে শব্দগুলো ইমাম বুখারীর।

আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সে আমার উম্মত নয় যে কুরআন সুন্দর করে তিলাওয়াত করে না। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

বারা ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তোমরা সুন্দর আওয়াজে কুরআন পড়ো"।

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী হাদীসটি বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

টীকা: لَيْسَ مِنَّا **অর্থ:** সে আমার পথ ও আদর্শের উপর নয়।

৩১তম হাদীস: ব্যক্তি উপযুক্ত হলে ও ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে তার প্রশংসা করা যায়

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ: قَالَ أَبُوْ مُوْسَى: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيْرًا.

অর্থ: আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "গতরাতে তুমি যদি দেখতে আমি তোমার কিরাত শুনছি। বস্তুতঃ তোমাকে আলে দাউদের এক অদ্বিতীয় সুর দেয়া হয়েছে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইবনু হিব্বান ও অন্যান্যের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আপনার অবস্থানের কথা জানতে পারতাম তাহলে আমি কুরআন মাজীদকে আরো কারুকার্যময় করে পড়তাম"।

আমি আমার শাইখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ আল-সা'দকে উক্ত ইবনু হিব্বানের বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: এতে কোন সমস্যা নেই।

টীকা: ইমাম তাবারী উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতেন, আপনি আমাদেরকে প্রতিপালকের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। তখন আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুব সুন্দর করে কিরাত পড়তেন। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: কেউ আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মতো কুরআন পড়তে পারলে সে যেন তাই করে। এভাবেই ইবনু হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ) অন্য শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি আমল করা বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ

৩২তম হাদীস: যে অন্যকে দেখানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ فِيْ الْـحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُـوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ... رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِـمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ

قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক দীর্ঘ হাদীসে বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেন: কিয়ামতের সর্বপ্রথম যাদের হিসেব হবে তাদের মধ্যকার একজন হলো যে জ্ঞান শিখেছে ও শিখিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে উপস্থিত করে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি এ নিয়ামতগুলোর বিপরীতে কী করেছো? তখন সে বলবে: আমি জ্ঞান শিখেছি ও শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি জ্ঞান শিখেছো যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। তুমি কুরআন পড়েছো যেন তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা বলা হয়েছে। এরপর তাকে চেহারার উপর টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ করা হবে"।

ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর এটি হাদীসের একটি অংশ মাত্র।

টীকা: উক্ত হাদীসে আমলকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে আমি কিছু লোককে এমনও দেখেছি যে, সে উক্ত হুমকির হাদীসটি শুনা ও পড়ার পর কুরআন হিফয করা বন্ধ করে দিয়েছে। না, এমন করা কখনোই তার জন্য উচিত হবে না। বরং তাকে অবশ্যই নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে কুরআনমুখী হতে হবে। কারণ, মু'মিনের কাজ হলো সাধ্যমতো নিজের নিয়তকে ঠিক করে নেয়া। সে আল্লাহর নিকট আবেদন করবে তার নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে দেয়ার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহকে তার এ চাওয়াকে নিষ্ফল করবেন না। আল্লাহর প্রতি আমাদের এমন আশা অবশ্যই থাকা চাই।

৩৩তম হাদীস: কুরআন আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

অর্থ: আবু মালিক আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "কুরআন

তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সকালে উপনীত হয়ে সে নিজকে বিক্রি করে দেয়। এর মাধ্যমে সে নিজকে ধ্বংস থেকে মুক্ত করে নতুবা ধ্বংসের দিলে ঠেলে দেয়"। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
কিছু সূরার ফযীলত বিষয়ক বর্ণিত হাদীসসমূহ
৩৪তম হাদীস: সূরা ফাতিহার ফযীলত

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى ﷺ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّيْ، فَدَعَانِيْ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿اسْتَجِيْبُوْا لِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيْتُهُ.

অর্থ: আবু সাঈদ ইবনুল-মুআল্লা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদা সালাত আদায় করছিলাম। ইতিমধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাকলে আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেইনি। অতঃপর আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি এতক্ষণ সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন: আল্লাহ কি বলেননি,

﴿اسْتَجِيْبُوْا لِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾.

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তাঁরা তোমাদেরকে ডাকেন..."।[৯]

অতঃপর তিনি বললেন: আমি কি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই কুরআনের সর্বমহান সূরাটি শিক্ষা দেবো না? এরপর তিনি আমার হাত

[৯]. সূরা আনফাল: ২৪.

ধরলেন। যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হতে যাবো তখনই আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো বলেছিলেন, আমি তোমাকে কুরআনের সর্বমহান সূরাটি শিক্ষা দেবো। তখন তিনি বললেন: তা হলো "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল-আলামীন" তথা সূরা ফাতিহা। এটি হলো বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন; যা আমাকে দেয়া হয়েছে"। ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: সূরা ফাতিহা হলো সালাতের একটি রুকন। যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। তাই সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন সালাতই বিশুদ্ধ হবে না। তাই একজন মুসলমানের কর্তব্য হবে একজন বিজ্ঞ কুরআন শিক্ষকের মাধ্যমে সূরা ফাতিহার তিলাওয়াতকে বিশুদ্ধ করে নেয়া। যদিও সূরা ফাতিহা শুদ্ধ করতে এক সপ্তাহ বা এক মাস লাগুক না কেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: সূরা ফাতিহা শুদ্ধভাবে শিখার জন্য যদি বিনা পয়সায় কোন শিক্ষক না পাওয়া যায় তাহলে পয়সার বিনিময়ে হলেও তা শিখে নিতে হবে। যেমন: কোন ব্যক্তি যদি বিনা পয়সায় ওযুর পানি না পায় তাহলে তাকে পয়সা দিয়ে হলেও ওযুর পানি কিনতে হবে।

৩৫তম হাদীস: সূরা বাকারাহ ও আলি ইমরানের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوْا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانَ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ.

অর্থ: আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: "তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ, তা কিয়ামতের দিন কুরআনওয়ালাদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে। তোমরা দু'টি আলোকময় সূরা

তিলাওয়াত করো: বাকারাহ ও সূরা আলি ইমরান। কারণ, সেগুলো কিয়ামতের দিন দু' খণ্ড ঘন মেঘ বা দু' খণ্ড নিকটবর্তী মেঘ অথবা দু' দল সারিবদ্ধ পাখির ন্যায় উপস্থিত হয়ে সেগুলোর পাঠকদের পক্ষে তর্ক করবে। তোমরা সূরা বাকারাহ পড়ো। বারণ, সেটিকে তিলাওয়াত ও আমলের মাধ্যমে গ্রহণ করা বরকতময়। সেটিকে পরিত্যাগ করা আফসোসের কারণ এবং যাদুকররা কখনো এর নিরাপত্তা ব্যূহ অতিক্রম করতে পারবে না"।

ইমাম মুসলিম, আহমাদ ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: **الْبَطَلَةُ** অর্থ: যাদুকররা।

৩৬তম হাদীস: সূরা কাহফের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ.

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ ﷺ فِيْ الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

অর্থ: আবুদ্দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করা হবে'।

ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহফের সর্বশেষ দশ আয়াত মুখস্থ করবে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, সূরা আল-কাহফের শেষ...।

নাওওয়াস ইবনু সামআন আল-কিলাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করেন অতঃপর বলেন: "তোমাদের কেউ তাকে দেখলে সে যেন সূরা আল-কাহফের শুরুর অংশ পড়ে"।

ইমাম ইবনু মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা আল-কাহফ পড়বে দু' জুমুআর মাঝে তার জন্য আলো জ্বলবে"।

ইমাম আল-বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ও আমার উস্তাদ আব্দুল্লাহ আল-সা'দ (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেন।

টীকা: সূরা আল-কাহফ ফজরের আযানের পর থেকে মাগরিবের আযান পর্যন্ত পড়া যাবে। এটি হলো মুসলমানদের নিকট শরয়ী দিন। আবার কোন কোন আলিম জুমুআর রাতের বেলায়ও সূরা আল-কাহফ পড়া জায়িয মনে করেন। তাহলে ব্যাপারটির ক্ষেত্রে সহজতা রয়েছে।

৩৭তম হাদীস: সূরা আল-মুলকের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثِيْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: سُوْرَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: "কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে তাকে ক্ষমা করিয়ে নিবে। সেটি হলো "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল-মুলক"।

ইমাম আহমাদ ও সুনানের সংকলকরা হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানীও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: "সূরা তাবারাক কবরের শাস্তি প্রতিরোধকারী"।

ইমাম শাজারী তাঁর "আল-আমালী আল-খুমাইসিয়্যাহ" গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ আল-জামি' কিতাবে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

৩৮তম হাদীস: সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক ও নাসের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص] يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ، وَفِيْهِ: (وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا) مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ، وَهُمَا لَغَتَانِ.

وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থ: আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি অন্যজনকে বারবার সূরা ইখলাস পড়তে শুনলো। সকাল হলে সে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে তাঁর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করে। মনে হয় লোকটি উক্ত কাজকে অতি ক্ষুদ্র বলে ধারণা করেছে। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! সূরা ইসলাস নিশ্চয়ই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান"।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। তেমনিভাবে ইমাম আহমাদও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাতে রয়েছে, وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا তথা هَمْزة ছাড়া অর্থ: লোকটি মূলতঃ কাজটিকে অতি নগণ্য বলে ধারণা করেছে। এটি বস্তুতঃ ভাষার দু'টি রূপ।

উরওয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন প্রতি রাতে বিছানায় ঘুমুতে যেতেন তখন তিনি দু'হাতের করতলকে একত্রিত করে সেখানে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দিতেন। অতঃপর তা দিয়ে শরীরের যথাসম্ভব জায়গা মাসেহ করতেন। তিনি মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে শরীরের সামনের অংশ তিনবার মাসেহ করতেন"।

ইমাম বুখারী, আবু দাউদ ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৩৯তম হাদীস: আয়াতুল-কুরসীর ফযীলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ لَهُ الشَّيْطَانُ فِيْ الثَّالِثَةِ: دَعْنِيْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ [البقرة: 255] حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِيَ اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِيْ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ: ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ [البقرة: 255]، وَقَالَ لِيْ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ

ـ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! قَالَ: لَا، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ.

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমাকে রামাযানের যাকাত তথা যাকাতুল-ফিতর সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি খাদ্য নিয়ে যাচ্ছিলো। তখন আমি তাকে ধরে বললাম: আমি অবশ্যই তোমাকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নিয়ে যাবো। এরপর তিনি লম্বা ঘটনা বর্ণনা করলেন। তৃতীয়বার শয়তান তাঁকে বললো: তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কিছু লাভজনক বাক্য শিখিয়ে দেবো। আমি বললাম: তা কী? সে বললো: যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল-কুরসী নামক সূরা আল-বাকারাহর ২৫৫ নং আয়াতটি পুরো পড়বে। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষী নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। সকাল হলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, গতরাত তোমার কয়েদি কী করেছিলো? আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! তার ধরণা মতে সে আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিবে বলে জানিয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: সেগুলো কী? আমি বললাম: সে আমাকে বললো: যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল-কুরসী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। তথা সূরা আল-বাকারাহর ২৫৫ নং আয়াতটি পুরো পড়বে। সে বললো: তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষী নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: সে নিশ্চয়ই তোমার সাথে সত্য কথা বলেছে। তবে সে বস্তুতঃ ভারী মিথ্যুক। হে আবু হুরাইরাহ! তুমি কি জানো, গত তিন রাত থেকে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে? তিনি বললেন: না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: সে একটি শয়তান"। ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৪০তম হাদীস: সূরা আল-বাকারাহর শেষ দু' আয়াতের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

অর্থ: আবু মাসঊদ আল-বাদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: "সূরা আল-বাকারাহর শেষ দু' আয়াত যে ব্যক্তি কোন রাতে পড়বে সেগুলো তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

টীকা: كَفَتَاهُ অর্থ: সে দু'টি আয়াত তাকে সকল প্রকার অনিষ্ট ও অপছন্দনীয় বস্তু থেকে রক্ষা করবে।

বইটি লেখা শেষ হয়েছে ২৫/১২/১৪২৭ হিজরী সনে।

লেখক, আহমাদ ইবনু আব্দুর রাযযাক ইবনু মুহাম্মাদ আলি ইব্রাহীম আল-আনকারী। পরিশেষে সকল প্রশংসা তাঁর জন্য যাঁর নিয়ামতে সকল ভালো কাজ সমাপ্ত হয়। সর্বশেষে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণ উপরন্তু কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারী সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অনুমতি সনদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَبِيِّيْنَ، مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

সকল প্রশংসা সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম নাযিল হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণ উপরন্তু কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণকারী সবার উপর।

আল্লাহর প্রশংসা ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরূদ পাঠের পর আরজ এই যে, শাইখ..... আমার নিকট আমার কিতাব "কুরআন বিষয়ক চল্লিশ হাদীস" .....।

আমি তাঁকে বিশেষভাবে তিনি ..... এবং আমার সকল বিশুদ্ধ বর্ণনার এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিকট গ্রহণযোগ্য শর্তে ব্যাপক অনুমতি দিয়েছে।

كِتَابِيْ إِلَيْكُمْ فَافْهَمُوْهُ فَإِنَّهُ رَسُوْلِيْ إِلَيْكُمْ وَالْكِتَابُ رَسُوْلُ

فَهَذَا كِتَابِيْ مِنْ حَدِيْثٍ جَمَعْتُهُ فَدُوْنَكُمْ مَا الْهَاشِمِيُّ يَقُوْلُ

أَلَا فَاحْذَرُوْا التَّصْحِيْفَ فِيْهِ فَرُبَّمَا تَغَيَّرَ تَغَيُّرَ مَعْقُوْلٍ لَهُ وَنُقُوْلُ

অর্থ: আমার বইটি তোমাদের নিকট সোপর্দ করলাম। তাই সেটিকে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করো। কারণ, এটি তোমাদের নিকট আমার বার্তাবাহক। আর বই সাধারণত বার্তাবাহকই হয়ে থাকে। আমার কিতাবটি মূলতঃ হাদীসেরই

সংকলন। তাই হাশিমী রাসূলের বাণী তোমরা সাদরে গ্রহণ করো। তবে সেটির কোন ধরনের পরিবর্তের ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকবে। কারণ, অনেক সময় উদ্ধৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থেরও আমূল পরিবর্তন হয়।

পরিশেষে আমি অত্র অনুমতিপ্রাপ্তকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহভীতি এবং কুরআন ও সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা উপরন্তু এ উম্মতের পূর্বসূরিদের বুঝ অনুযায়ী সেগুলোর উপর আমল করার উপদেশ দিচ্ছি। তেমনিভাবে আমি তাঁকে আরো উপদেশ দিচ্ছি যে, তিনি যেন এ কিতাবের ভালোভাবে যত্ন নেন, তাতে বর্ণিত সকল হাদীসের উপর আমল করেন, কিতাবের অধ্যায় ও টীকাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করেন এবং কোন ধরনের হঠকারিতা ছাড়া উক্ত জ্ঞানকে পাঠকের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে তার জন্য তা সহজ করে দেন।

পাশাপাশি আমি আশা করছি তিনি যেন তাঁর বিশেষ দুআয় আমার, আমার পিতা-মাতা, শিক্ষকবৃন্দ, এ বইয়ের প্রকাশক ও পাঠকদের জন্য আল্লাহর দয়া ও সত্যের উপর অটলতার দুআ করতে না ভুলেন। যেন আমরা তাওহীদের উপর অটল থেকে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের সত্যিকার অনুসরণ করে উপরন্তু পূর্বসূরিদের পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত দিতে পারি।

পরিশেষে সকল প্রশংসা সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক।

অনুমতিদাতা উক্ত কিতাবের লেখক
আহমাদ ইবনু আব্দির রাযযাক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ আলি ইব্রাহীম
আল-আনকারী
/ /১৪ হিজরী

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

মুহাদ্দিস শাইখ সালেহ ইবনু সা'দ আল-লাহাইদান (হাফিযাহুল্লাহ) এর প্রাক কথা... ২
মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আস-সাদ (হাফিযাহুল্লাহ) এর প্রারম্ভিক কথা ৪
মুহাদ্দিস ডঃ মাহির ইবনু ইয়াসীন আল-ফাহল (হাফিযাহুল্লাহ) এর বাণী..... ৭
ডঃ হামাদ আত-তামিমীর বাণী.....৯
কিরাত প্রশিক্ষক জামাল ইবনু ইব্রাহীম আল-কিরশ (হাফিযাহুল্লাহ) এর বাণী..... ১০
লেখকের ভূমিকা.....১১
হাদীসগুলো হিফয করার পদ্ধতি.....১৩
বইয়ের ভূমিকা.....১৪
প্রথম পরিচ্ছেদ: কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের ফযীলত বিষয়ক হাদীসসমূহ১৫
প্রথম হাদীস: কুরআন অধ্যয়নের ফযীলত.....১৫
দ্বিতীয় হাদীস: কুরআনের একটি অক্ষরে দশ নেকি.....১৫
তৃতীয় হাদীস: কিয়ামতের দিন কুরআন তাকে মনেপ্রাণে বহনকারীদের জন্য সুপারিশ করবে.....১৬
চতুর্থ হাদীস: কুরআন পাঠক মু'মিন ও মুনাফিকের দৃষ্টান্ত.....১৭
পঞ্চম হাদীস: কুরআন পড়তে দক্ষ ও যে কুরআন পড়তে আটকে যায় তার সাওয়াব.....১৮
ষষ্ঠ হাদীস: সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত.....১৯
সপ্তম হাদীস: কুরআন অনুযায়ী আমলকারীদের ফযীলত.....১৯
অষ্টম হাদীস: ঘরে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াতের ফযীলত.....২১
নবম হাদীস: কুরআন আস্তে ও জোরে পড়ার ফযীলত.....২১
দশম হাদীস: কুরআন শুনার প্রতি ভালোবাসা.....২২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আদব ও বিধান সম্পর্কীয়.....২৩
১১তম হাদীস: কুরআনওয়ালার প্রতি ঈর্ষা.....২৩
১২তম হাদীস: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কুরআন পড়ার পদ্ধতি.....২৩
১৩তম হাদীস: যে সময়ের ভেতর কুরআন খতম করা যায়.....২৪
১৪তম হাদীস: কেউ সাজদাহর আয়াত পড়লে তার জন্য সাজদাহ করা মুস্তাহাব২৬
১৫তম হাদীস: পাশের কেউ আওয়াজে কষ্ট পেলে কুরআন উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা মাকরূহ.....২৬

বিষয় পৃষ্ঠা

১৬তম হাদীস: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চরিত্র.....২৭
১৭তম হাদীস: উটের পিঠে বসে টেনে টেনে বারংবার কুরআন পড়া জায়িয.....২৮
১৮তম হাদীস: ইসলামের শত্রু কাফিরের হস্তগত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কুরআন সঙ্গে নিয়ে তাদের দেশে সফর করা নিষেধ.....২৯
১৯তম হাদীস: ভীষণ তন্দ্রার দরুন কুরআন পড়া এলোমেলো হলে করণীয়.....৩০
২০তম হাদীস: কুরআনের শিক্ষক কুরআনের পাঠককে পাঠশেষে "যথেষ্ট হয়েছে" বলবে.....৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআন হিফযের ফযীলত ও হাফিযদের প্রতিদান সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ.....৩১
২১তম হাদীস: যে কুরআন নিজে শিখে ও অন্যকে শিখায় সে এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তি.....৩১
২২তম হাদীস: গোলাম হলেও কুরআনওয়ালাদের রয়েছে উচ্চ সম্মান.....৩২
২৩তম হাদীস: কুরআনওয়ালারাই হলো আল্লাহওয়ালা ও তাঁর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ.৩৩
২৪তম হাদীস: জান্নাতে প্রবেশের পর কুরআনওয়ালার মর্যাদা.....৩৩
২৫তম হাদীস: কুরআনের হাফিযের ফযীলত ও তার জন্য নির্ধারিত মহা পুরস্কারসমূহ.....৩৪
২৬তম হাদীস: কুরআনওয়ালাদেরকে সম্মান, মর্যাদা ও ইজ্জত দিতে হবে; তাদেরকে কোনভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না.....৩৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: কুরআন বারবার পড়া ও সেটির যত্ন নেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী হাদীসসমূহ.....৩৬
২৭তম হাদীস: কুরআনের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সেটিকে বারবার পড়া ও স্মরণ করা.....৩৬
২৮তম হাদীস: দিন-রাত কুরআনের প্রতি যত্নবান না হলে তা ভুলে যাবে.....৩৭
২৯তম হাদীস: কেউ কোন সূরা বা আয়াত ভুলে গেলে কী বলবে?.....৩৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: কুরআনকে সুন্দর আওয়াজে পড়া মুস্তাহাব বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ.....৩৮
৩০তম হাদীস: কুরআন তিলাওয়াতের সময় সাধ্যমতো তা সুন্দর ও অলঙ্কৃত আওয়াজে পড়া.....৩৮

বিষয় পৃষ্ঠা

৩১তম হাদীস: ব্যক্তি উপযুক্ত হলে ও ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে তার প্রশংসা করা যায়.....৩৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি আমল করা বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ.....৪০
৩২তম হাদীস: যে অন্যকে দেখানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করে.....৪০
৩৩তম হাদীস: কুরআন আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ.....৪১
সপ্তম পরিচ্ছেদ: কিছু সূরার ফযীলত বিষয়ক বর্ণিত হাদীসসমূহ.....৪২
৩৪তম হাদীস: সূরা ফাতিহার ফযীলত.....৪২
৩৫তম হাদীস: সূরা বাকারাহ ও আলি ইমরানের ফযীলত.....৪৩
৩৬তম হাদীস: সূরা কাহফের ফযীলত.....৪৪
৩৭তম হাদীস: সূরা আল-মুলকের ফযীলত.....৪৫
৩৮তম হাদীস: সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক ও নাসের ফযীলত.....৪৬
৩৯তম হাদীস: আয়াতুল-কুরসীর ফযীলত.....৪৭
৪০তম হাদীস: সূরা আল-বাকারাহর শেষ দু' আয়াতের ফযীলত.....৪৯
অনুমতি সনদ.....৫০
সূচীপত্র.....৫২

সমাপ্ত